গাংনীতে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় তিন জন আহত

গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া বাজারে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, পিরতলা গ্রামের জামিল হোসেন (১৭) ও সাহেবনগর গ্রামের ওলিউল্লাহ (২২) আরাবুল ইসলাম(২২) আহত হন।

আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। পরে আরাবুল হকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৫অক্টোবর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া বাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলম হুসাইন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় দুই মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে রায়হান উদ্দিন (৩০) ও পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে হৃদয় (২৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। নিহত রায়হান উদ্দিন (৩০) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনি

পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে, ও নিহত হৃদয় বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

জানা যায়, রায়হান উদ্দিন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামে মামার বাড়ি কারেন্টর কাজ করার জন্য যায়। মামার বাসার প্রয়োজনীয় কারেন্টের মালামাল কেনাকাটা করতে মামাতো ভাই হৃদয়ের সাথে দর্শনা বাজারে আসার পথে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঝ পাড়া নামক স্থানএ পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কালো রংয়ের সুজুকি জিকসার ১৫৫সিসি মটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে, মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।

এতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রায়হান উদ্দিন ও তার মামাতো ভাই হৃদয় গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রায়হান উদ্দিন কে মৃত ঘোষণা করেন। ও মামাতো ভাই হৃদয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এম্বুলেন্স যোগে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে হৃদয় মারা যায়। ঘাতক চালককে এখনো সনাক্ত করতে পারিনি পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরজাহান রুমি জানান, দুপুরে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় গুরুতর রক্তাক্ত জখমকৃত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে রায়হান নামে এক জনের মৃত্যু হয়। পরে রক্তাক্ত জখম হৃদয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কে রেফার্ড করা হয় কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে সেও মারা যায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত ব্যক্তিদের লাশ দুটো তাদের আত্মীয় সজন দের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর।

বামন্দীতে আম বাগান থেকে ফেরার

আগেই মোটরসাইকেল নিয়ে চম্পট

আম বাগান দেখে ফিরে এসেই আর মোটরসাইকেলটি খুজে পেলেন না মালিক আরিফ হোসেন। সে ফিরে আসার আগেই মোটরসাইকেলটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর।

আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী- দেবীপুর সড়কের সাঈদ নাসার্রির কাছে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আরিফ হোসেন জানান, আমি সাঈদ নাসার্রির কাছে আমার এ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেলটি যার নং মেহেরপুর ল-১১৫২৩৮।

রেখে নার্সারির পাশেই আম বাগান দেখতে গেছি। সেখানে খুব বেশী সময় সেখানে থাকিনি। ফিরে এসে মোটরসাইকেলটি আর পাইনি। তার আগেই চোর নিয়ে পালিয়ে গেছে। ভুক্তভোগী আরিফ হোসেন বামন্দী ক্যাম্পপাড়া এলাকার সাবেক সেনা সদস্য আলিহীমের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে পৃথক দুটি মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত ৩

মেহেরপুরে পৃথক দুটি সড়ক দূর্ঘটনায় এক নারী ও দুই যুবক আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন, সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণপাড়া গ্রামের আলম মীরের স্ত্রী তসলিমা খাতুন, আমঝুপি উত্তরপাড়া এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে সোহাগ ও মেহেরপুর শহরের গোরস্তানপাড়ার আলাউদ্দিনের ছেলে রনক।

স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের গরুর হাট এলাকায় আমঝুপি গ্রামের মোটরসাইকেল আরোহী সোহাগ সাইকেল আরোহী রনককে পিছন থেকে ধাক্কা দেই। এতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোহাগ রাস্তার পাশের গাছের সাথে ধাক্কা মারে এবং রনক রাস্তায় ছিটকে পরলে দুজনই আহত হয়।তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা।

অপরদিকে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সড়কের বারাদি নামক স্থানে রাস্তা পার হওয়ার সময় তাছলিমা খাতুনকে দ্রুতগামি মোটরসাইকেল চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা মেহেরপুর২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

মেহেরপুরের গাংনী – কাথুলী সড়কের চৌগাছা এতিমখানার সন্নিকটে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজন আলী (২৫) নামের এক টাইল্স মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত সুজন আলী গাংনীর চৌগাছা হলপাড়ার রতন আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, টাইল্স মিস্ত্রি সুজন আলী নিজ বাড়ি চৌগাছা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে সাহারবাটি যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় সে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। দুমড়ে মুচড়ে যায় তার মোটরসাইকেলটি দুটি। পথচারীরা সুজনকে উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো

হয়েছে। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে মোটর সাইকেল দুটি জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলাসহ মোটরসাইকেল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলা ও আনুমানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করেছে।

রোববার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর অবধি দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে ৫ টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও আনমিানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করে দর্শনা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে , চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মমিনুর রহমান এর নির্দেশে সার্জেন্ট নূরুল ইসলাম , টিএসআই মমিনুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মোটরসাইকেলের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় ৫ টি মামলা প্রদান করে। এ ছাড়া এসময় রেজিষ্টেশনবিহীন ও বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন জানান , সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮র বিভিন্ন ধারায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাজপত্রের বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় ৫টি মটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও রেজিষ্টেশন বিহীন সহ অনান্য ত্রুটির কারণে আনুমানিক ২৫ টি মটরসাইকেল আটক করা হয়।মোটরসাইকেল দর্শনা থানা হেফাজতে আছে।

তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরত দিলেন চেয়ারম্যান মতিন

অবশেষে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের রাজার মোটরসাইকেল দিয়ে আসলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান মতিন।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে গাংনী থানায় অনুষ্ঠিত শালিস বৈঠকের মাধ্যমে তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরৎ দেন তিনি।

থানায় শালিস বৈঠকে মধ্যস্থতা করেন গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ। এসময় গাংনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাসির উদ্দীনসহ বিভিন্ন স্তুরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত বুধবার আহত রাজার বাবা গোপালনগর গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম তার ছেলেকে প্রাণ নাশের চেষ্টা ও মোটরস্ইাকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এনে শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, মেহেরপুর শহরের (জোছনা বেকারির মালিকের ছেলে) মফিজুলের ছেলে মিলনের নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগে তিনি বলেন, গত ২২ আগষ্ট দুপুরের দিকে আমার ছেলে মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুর যাওয়ার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বনবিভাগ পাড়া এলাকায় পৌছানো মাত্র কুষ্টিয়াগামী প্রাইভেট কার যার নং ঢাকা মেট্রো-গ-২৮-৮৬৪৮ দ্রুত গতিতে এসে মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। এতে আমার ছেলের একটি পা ভেঙ্গে যায়। স্থানীয়রা রাজাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

এসময় সুযোগ বুঝে ইউপি চেয়ারম্যান মতিন ও তার সহযোগী মিলন উপস্থিত অন্যান্য লোকদের হুমকি দিয়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ে চলে যায়।

পরে চেয়ারম্যান মতিনের সাথে যোগাযোগ করলে সে ২ লাখ টাকা না দিলে মোটরসাইকেল দেবেনা বলেও ঘোষণা দেন এই চেয়ারম্যান। এছাড়া বিভিন্ন লোকজন গাংনী থানায় পাঠিয়ে মন্ত্রীর ভয়ভীতি দেখিয়ে ২ লাখ

টাকা নেবে বলেও হুমকি দিতে থাকে।

চেয়ারম্যান মতিনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে উভয়পক্ষকে ডেকে নেন তদন্ত করার জন্য।

জানা গেছে, চেয়ারম্যান মতিন প্রায় অর্ধ শতাধিক লোক নিয়ে গাংনী থানায় হাজির হন। পরে উভয়পক্ষের সম্মতিতে শালিস বৈঠক করেন এসআই মাসুদ। শালিস বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেলটি থানায় নিয়ে গিয়ে ফেরত দেন।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জানান, উভয়পক্ষের সম্মতিতে গাংনী থানায় শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় চেয়ারম্যান মতিন ও তার লোকজন এবং গাংনীর একজন পৌর কাউন্সিলরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেল তার পরিষদ থেকে এনে আহত রাজার পরিবারের কাছে তুলে দেন। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বাদী রফিকুল আলম তার দেওয়া লিখিত আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।

কোটচাঁদপুরে মটর সাইকেলসহ চোর গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মটর সাইকেল চোর চক্রের এক সদস্যকে ধরে পুলিশে সৌপর্দ করলেন জনতা।

শনিবার রাতে কোটচাঁদপুরের গাবতলা পাড়া থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন ওই চোর। পরে তাঁর স্বীকারাক্তি মোতাবেক অভিযান চালিয়ে নগদ টাকা,মটর সাইকেল ও চুরির কাজে ব্যবহারিত সরঞ্জামাদি উদ্ধার করেছেন পুলিশ।

জানা যায়,শনিবার রাত ৯ টার সময় কোটচাঁদপুরের গাবতলা পাড়ার শাহিনের কালো রংয়ের পালসার মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাবার সময় স্থানীয় জনতা তাকে ধাওয়া দেন। এ সময় সে মটর সাইকেল ফেলে রেখে

পালানোর চেষ্টা করে।

স্থানীয় জনতা তাকে ধাওয়া দিয়ে ধরে ফেলেন। আটকৃতের নাম রাসেল হোসেন (২৬)। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গোবরগাড়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। এরপর তারা পুলিশে খবর দেন। এ খবরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এ সময় রাসেল ওরফে শাহিন বলেন,আনিস আমার চাচাত ভাই। সে ঝিনাইদহের পাগলা কানা এলাকার সেকেন্দার মোল্ল্যার ছেলে। সে এ চোর চক্রের মূল হোতা। এ কাজের সঙ্গে অপু ও শামীম নামের আরো দুই জন ছিল।

পরে পুলিশ তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কোটচাঁদপুরের কাগমারি গ্রামে আনিসের শ্বশুর সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালান কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক আয়ুব হোসেন।

এ সময় ১ টি ফোর ভি মোটরসাইকেল,নগদ ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা ও চুরি করার কাজে ব্যবহারিত সরঞ্জামাদি উদ্ধার করেন।

উল্লেখ্য, গেল ১৪ আগষ্ট শনিবার রাতে পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেন বিশুর আলমসাধু চুরি করে পালাচ্ছিল চোর। ওইদিনও জনতার হাতে ধরা পড়েন আলমসাধু চোর। পরে পুলিশে সৌপর্দ করেন স্থানীয় জনতা।

এদিকে চোর চক্রের সদস্যরা ধরা পড়লেও মূল হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। এতে করে আতংক কাটছে না ভুক্তভোগীদের। পলাতকদের ধরে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটি উপপরিদর্শক কামরুজ্জামান জানান, ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। কি কি উদ্ধার হয়েছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন,এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। যিনি ধরেছেন তিনি বলতে পারবেন।

বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদার, পথেই হলেন লাশ

ভাস্তের বিয়ের জন্য বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন সফেদা খাতুন। তার আগেই পথেই হলো লাশ। বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদা খাতুনের(৫৫)।পথেই মোটরসাইকেল কেড়ে নিলে প্রাণ।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গাংনী-হাটবোয়ালীয় সড়কের গোপালনগর বাজারের উপর চার রাস্তার মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় সফেদা খাতুনকে একটি মোটরসাইকেল চাপা দিলে মারাত্বক আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত সফেদা খাতুনকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা ২ টার দিকে মারা যান তিনি।

নিহত সফেদা খাতুন গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রহমানের স্ত্রী।

গোপালনগর গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বর আযাদ পারিবারিব সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, সফেদা খাতুনের ভাস্তের বিয়ে। সকালের দিকে উঠে তড়িঘড়ি করেই তার বাবার বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে যাচ্ছিলেন। নিহতের ছোট ছেলে সজিব হোসেন তাকে মোটরসাইকেলে করে গোপালনগর মোড়ে রেখে চলে যান। সফেদা খাতুন ভ্যানে চড়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় একটি মোটরাসাইকেল তাকে চাপা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন তিনি। এসময় মোটরসাইকেল চালকও আহত হন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল সাথে

গরুর ধাক্কায় একজন আহত

চলন্ত মোটরসাইকেলের সাথে গরুর ধাক্কায় আব্দুস সামাদ (৬৫) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছে। আহত আব্দুস সামাদ মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদাবিল গ্রামের মৃত রেজাউল হকের ছেলে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের গরু হাটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত আব্দুস সামাদ জানান, মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুরের দিকে আসার সময় একটি গরু হঠাৎ রাস্তা পার হওয়ার জন্য দ্রুত দৌড় দিলে মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগলে মোটরাসাইলে থেকে ছিটকে পড়ে আহত হই।

আব্দুস সামাদকে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক জানান আহতের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়েছে।